সংবাদ

তারিখ ....3.SEP..2009...
পৃষ্ঠা ...১৫... কলাম... ৪ ......

১২ উপসচিব একদিনে ওএসডি

যুগান্তর রিপোর্ট

পরবর্তী পদায়নের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত ১২ জন উপসচিবকে ওএসডি করা হয়েছে। বুধবার সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ আদেশ জারি করা হয়। ওএসডিকৃত কর্মকর্তারা হলেন— মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান, মনিরুল ইসলাম, ড. মোঃ মহিউদ্দিন, এসএম আশফাক হুসেন, আবুল বাশার মোঃ সিরাজুল হক, শহিদুল ইসলাম, শাহ মোহাম্মদ নাছিম, একেএম খায়রুল আলম, ফরিদ আহমেদ ভূঁইয়া, মিজানুর রহমান, মোজাম্মেল হক খান ও প্রাণেশ রঞ্জন সূত্রধর। পৃথক প্রজ্ঞাপনে জয়পুরহাটের এডিসি জুলফিকার আলী হায়দার ও শরীয়তপুরের এডিসি স্বপন কুমার বড়ালকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব পদে বদলি করা হয়েছে।

আবুল মনসুর আহমদের ১১১তম জন্মবার্ষিকী আজ

উপমহাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক

ঠিকাদার : গোয়েন্দা

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

কোটি ৯৯ লাখ টাকা থেকে সোয়া ২ কোটি টাকার মধ্যে থাকা মোট ৭টি কাজের ৩টি প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতারা বাগিয়ে নেন। আওয়ামী লীগ নেতা হাজী সেলিনুরের নামে একটি, মতির বান্ধব ট্রেডিংয়ের নামে দুটি কাজ নেন আওয়ামী লীগের ওই তিন নেতা। চরমপন্থী কানেক্টেড বলে পরিচিত ওই তিন আওয়ামী লীগ নেতার আশীর্বাদপুষ্ট ঠিকাদাররা অন্য কাজগুলো পান। কাজী আরেফ হত্যা মামলার আসামি ভিএসবি তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী দৌলতপুরের বহুল আলোচিত যুবদল নেতা হাবলু মোল্লা, সড়ক ও জনপথ বিভাগের যশোর অফিসের এসি আবদুল কুদ্দুসের আপন ছোট ভাই অলি একটি কাজ পান। শীর্ষ সন্ত্রাসী পোড়াদহের জনও একটি কাজ বাগিয়ে নেন। রাজশাহীর গোলাম সরোয়ার নামের এক ঠিকাদার একটি ও ঢাকার ধানমণ্ডির আফরোজা ইন্টারন্যাশনাল নামের প্রতিষ্ঠান একটি কাজ পায়। এ কাজকে কেন্দ্র করে গত এক মাস ধরে সড়ক ও জনপথ বিভাগে চলতে থাকে নানা অরাজকতা। আতংক সৃষ্টি করে চরমপন্থীরা। ১০ আগস্ট বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির তিন কর্মী আইয়ুব, কাইয়ুম ও জোহার দেহবিচ্ছিন্ন মস্তক ফেলে রেখে যায় চরমপন্থী সংগঠন গণবাহিনী। গণবাহিনী এই টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যাপক তৎপরতা চালায়। সূত্র বলছে, একদশক ধরে কুষ্টিয়া সড়ক ও জনপথ, ফ্যাসিলিটিজ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, এলজিইডিসহ কুষ্টিয়ার সরকারি দফতরগুলো চরমপন্থী কানেক্টেড ঠিকাদারদের নিয়ন্ত্রণে। চরমপন্থীদের সঙ্গে লিয়াজোঁ ছাড়া কাজ পান না ঠিকাদাররা। ২০ আগস্ট পুলিশের আইজিপি নূর মোহাম্মদ ও র‌্যাবের মহাপরিচালক হাসান মাহমুদ খন্দকার কুষ্টিয়ার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঠেকাতে সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। টেন্ডারবাজিকে কেন্দ্র করেই কুষ্টিয়ার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে বলে মন্তব্য করে বক্তারা টেন্ডারবাজি ঠেকাতে কৌশল নির্ধারণের দাবি জানান। ৩১ আগস্ট ১৮ কোটি টাকার টেন্ডারকে কেন্দ্র করে র‌্যাব ও পুলিশের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয় সড়ক ও জনপথ বিভাগের কার্যালয়ে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। কুষ্টিয়ার প্রভাবশালী তিন আওয়ামী লীগ নেতার মাধ্যমে চরমপন্থীরা টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ করে কাজ ভাগবাটোয়ারা করে নেন। পুলিশ ও র‌্যাবের কড়াকড়ির মধ্য দিয়ে টেন্ডার ভাগাভাগির বিষয়টি ভাবিয়ে তোলে কুষ্টিয়ার আইন-

ডাকাত : চট্টগ্রামবাসীকে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ভুজপুর, পটিয়া, বোয়ালখালী, সাতকানিয়া, আনোয়ারা ও বাঁশখালীতে ডাকাতের সংখ্যা বেশি। এরা জেলার বিভিন্ন স্থানে ডাকাতি করে চট্টগ্রাম শহরে লুকিয়ে থাকে। এদের অনেকেই দিনে ট্যাক্সি, রিকশা ও মাইক্রোবাস চালায়, রাতে করে ডাকাতি। নোয়াখালী, কুমিল্লা এলাকার ডাকাতরাও এখানকার ডাকাতদের সঙ্গে যোগ দেয়।

পুলিশ জানায়, সিএমপির দুই শতাধিক ডাকাতের মধ্যে ২৫ জন জেলে রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে শিবির ক্যাডার নাছিরের দেহরক্ষী ডাকাত আলমগীর, মোরশেদ আক্তার পাখি প্রমুখ। বাকি দেড় শতাধিক ডাকাত পলাতক। আত্মগোপন করে ডাকাতিতে লিপ্ত রয়েছে ডবলমুরিং থানার ডাকাতি মামলার আসামি মুরাদনগরের সেলিম, ছিন্নমূল নেতা নোয়াখালীর সানাউল্লাহ, কুমিল্লার বাবুল, সোহেল খলিল, মঞ্জু আকতার, রুকন, পারভেজ, ফোরকান, জসিমসহ ১৭৫ জন ডাকাত। একইভাবে জেলার ১৪ উপজেলায় ৩শ' ডাকাতের দুই-তৃতীয়াংশই পলাতক রয়েছে। এর মধ্যে ভুজপুর উপজেলার মোঃ নাছির,